অতি জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৪১.০১৪.০০.০০.০০২.২০১৩-৩৬

তারিখঃ ০৫.০২.২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ **দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রো-এ্যাকটিভ মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৮২১.২৪.১৬.১৫.০২৮ (১), তারিখ: ১৭ জানুয়ারি ২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রকোপ থাকায় এ সকল বিষয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রো-এ্যকটিভ মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসহ তাঁর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক/জেলা কার্যালয়সমূহে দুর্নীতির ধূসর এলকাসমূহ (Gray Area) (যদি থাকে) সনাক্তকরণপূর্বক সেগুলি দুর্নীতি দমন কর্মসূচির আওতাভুক্তকরণসহ প্রতিরোধে প্রো-এ্যাকটিভ মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্ত: ০৩ (তিন) পাতা।

০৫.০২.২০১৭

(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
উপ-সচিব
ফোন নং- ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@mohfw.gov.bd

কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর), ঢাকা।
২. মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট), স্বাপকম, আনসারী ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
৩. লাইন ডাইরেক্টর, কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি), বিএমআরসি ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৮. ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে:

১. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাপকম, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.২৪.১৬.১৫.০২৮(১)

তারিখ: ০৪ মাঘ ১৪২৩
১৭ জানুয়ারি ২০১৭

বিষয়: দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রো-এ্যাকটিভ মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত।

সূত্র: ০৪.০০.০০০০.৫২১.৩৫.০৬২.১৫.৯১৫; তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬।

১। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রকোপ থাকায় এ সকল বিষয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রো-এ্যাকটিভ মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তরসমূহের দুর্নীতির ধূসর এলাকাসমূহ (Gray Area) (যদি থাকে) চিহ্নিতকরণপূর্বক সেগুলি দুর্নীতি দমন কর্মসূচির আওতাভুক্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় তাঁর অনুকূলে একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করেছেন।

২। উপর্যুক্ত আধা-সরকারি পত্রের আলোকে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে বর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তি: আধা-সরকারি পত্রের ছায়ালিপি।

(খন্দকার সাদিয়া আরাফিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৫৪৯
ই-মেইল: iarcabinet@gmail.com

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সচিব (প্রশাসন মহোদয়ের দপ্তর)
ডায়েরী নং.........তারিখ.........

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০২। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৪। সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
০৫। সিনিয়র সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৬। সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
০৭। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৮। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৯। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাও, ঢাকা
১০। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা
১১। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২। সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩। সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬। সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা
১৭। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: cab_secy@cabinet.gov.bd

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
এর দপ্তর
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার)
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)
একান্ত সচিব
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
ডায়েরী নং
তারিখ
স্বাক্ষর

ডি ও নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫২১.৩৫.০৬২.১৫-৯১৫

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৩ / ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি এবং জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম প্রতিবন্ধক। ফলশ্রুতিতে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ কাঙ্খিত পর্যায়ে এখনও পৌঁছেনি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে দুর্নীতি রোধ করতে পারলে দেশের জিডিপি প্রতিবছরে প্রায় ২% বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ কারণে বর্তমান সরকার দুর্নীতি দমনে বদ্ধপরিকর। "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে বিশেষ কর্মসূচি ও নীতি গ্রহণ করেছে।

০২। আপনি আরও অবহিত রয়েছেন যে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ প্রণীত হয়েছে। এজন্য দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তা ছাড়া, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি অঙ্গে দুর্নীতি দমন, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল গৃহীত হয়েছে।

০৩। আপনি আরও অবগত আছেন যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রকোপ থাকতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রো-এ্যাকটিভ মনিটরিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এজন্য সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়া, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রো-এ্যাকটিভ মনিটরিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি। এ ছাড়া, আপনার আওতাধীন দপ্তরসমূহের দুর্নীতির ধূসর এলাকাসমূহ (Gray Area) (যদি থাকে) শনাক্তকরণপূর্বক সেগুলো দুর্নীতি দমন কর্মসূচির আওতাভুক্তকরণে আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রত্যাশা করছি।

০৪। দুর্নীতি দমনে মন্ত্রণালয়/বিভাগের যে কোন পদক্ষেপে সহযোগিতা করতে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রস্তুত রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের যৌথ প্রয়াসে দুর্নীতির মূলোৎপাটিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই প্রসঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে লিখিত আধা-সরকারি পত্রের চিত্রপ্রতিলিপি এইসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে এক পাতা।

আন্তরিকভাবে আপনার,

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)

জনাব এন এম জিয়াউল আলম
সচিব
সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।

ইকবাল মাহমুদ
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

ডি.ও নং- ৭৮/২০১৬

তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০১৬

প্রিয় শফিউল আলম,

আপনি অবগত আছেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মধ্য দিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ের কার্যকর ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য।

এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হলে প্রতিবছর দেশের জিডিপি প্রায় ২% বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া দুর্নীতি রোধ করা গেলে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান গতিশীলতা পাবে। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিশ্চিত করা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আয় বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কমিশনের দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগের পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ের চলমান ভূমিকা আরো বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যেকোন উদ্যোগকে দুদক স্বাগত জানায়। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রো-এ্যাকটিভ মনিটরিং যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রো-এ্যাকটিভ মনিটরিং এর অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হলে সেক্ষেত্রে দুদক সহযোগিতা করতে একান্তভাবে আগ্রহী।

উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও দুর্নীতির ধূসর এলাকাসমূহের (Gray area) বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহকে সর্বোতভাবে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এ বিষয়ে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করতে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি।

আন্তরিকভাবে আপনার,

(ইকবাল মাহমুদ)

জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দুর্নীতি দমন কমিশন, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০, ফোন: +৮৮ ০২ ৮৩৩৩৩৫০, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৩৩৩৩৫৪
Web : acc.org.bd, ই-মেইল : chairman@acc.org.bd